09 JUN 2017

তারিখ ... JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

পাঠকের মতামত

এমপিওভুক্তি না জাতীয়করণ!

আমাদের দেশে প্রায়শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা নিয়ে দাবি-দাওয়া ওঠে। শিক্ষকরা এজন্য অনশন পর্যন্ত করে থাকেন। কেউ কেউ আবার এমপিওভুক্তকরণের বদলে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরোপুরি জাতীয়করণ তথা সরকারিকরণের পক্ষে। এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের টেলিফোন ও ই-মেইলে প্রাপ্ত অভিমত প্রকাশিত হলো আজ

দেশের অনেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় এমপিওভুক্তির জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে। এর মধ্যে কোনো কোনোটির বয়স ১৫-২০ বছর পেরিয়ে গেলেও এমপিওভুক্তি নামক সেই সোনার হরিণটি এখনও তাদের নিকট ধরা দেয় নাই। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, দেশে প্রায় সাড়ে আট হাজার প্রতিষ্ঠান এখনো এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যে দেশে আজও এতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি!

সাইফুল ইসলাম সরকার
ধানমন্ডি, ঢাকা

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এমপিওভুক্ত হওয়াটা আসলেই জরুরি। তা না হলে সরকারি নানা অনুদানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাছাড়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করাও অত্যন্ত কষ্টকর। অন্যদিকে এমপিওভুক্ত না হলে প্রতিষ্ঠানগুলো বেওয়ারিশ ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে।

মোহাম্মদ অংকন
শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ঢাকা

শিক্ষকতাকে আমরা মহিমান্বিত পেশা হিসেবে আখ্যা দেই। কিন্তু এই কথা ভাবি না যে শিক্ষকদেরও পেট আছে এবং পরিবার আছে। তাদেরও খাবার-দাবার ও পোশাক-আশাক কিনতে হয়। তাই অচিরেই সকল শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি।

সাইফুল ইসলাম রাসেল
মাইটশালা, কুমিল্লা

জাতীয়করণের দাবিতে কলেজ শিক্ষকের মৃত্যু, আদালতে রিট বা এমপিওভুক্তির জন্য অনশন কখনো কাম্য হতে পারে না। কাজেই, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত বঞ্চনার অবসানে দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ জরুরি।

মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ
সহকারী অধ্যাপক, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর- ১৭৩০

এমপিওভুক্তিকরণের বদলে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ তথা সরকারিকরণ করা উচিত। তাছাড়া নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন না দিয়ে বরং যেগুলো আছে সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

মুহাম্মদ আবু তালহা
লোকপ্রশাসন বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার পর একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল এদেশের উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসেনি। ফলে এক সময় শিক্ষক সমাজ দারুণ অবহেলিত ছিল। খেয়ে না খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার এসে অনেক স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করেছে। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছে। আগামীতেও তা করবে—এই আশাবাদই ব্যক্ত করি।

ফারুক আহমেদ
বাঘমারা, রাজশাহী

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রাইমারি স্কুলসমূহে চাকুরি দিলে আশা করা যায় বেকারত্ব কিছুটা হলেও কমবে। পাশাপাশি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করারও প্রয়োজন আছে।

ওয়াহিদ মুরাদ
নোসরাবাদ, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর

এমপিওভুক্ত করা হয় নাই এমন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আসলেই মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সরকারের উচিত অবিলম্বে এই সব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া।

মো. আমজাদ হোসেন আলী আলতাফ
বেগুনটাল, টাঙ্গাইল

আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হোক। সরকারের উচিত প্রতিটি শিক্ষককে দক্ষ করে গড়ে তোলা। প্রথম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বই খাতা, দুপুরের টিফিন ও যাতায়াত ব্যয় বহন করা। কথায় আছে পেটে থাকলে পিঠে সয়।

ডা. মো. জামিল রহমান
গোপালপুর, টাঙ্গাইল

আমাদের দেশে এখনো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। এ নিয়ে বিভিন্ন রকম দাবি-দাওয়া ও কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। শিক্ষকরা অনশন পর্যন্ত করে থাকেন। আমরাও মনে করি, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি জাতীয়করণ করা হোক।

মো. মোজাহারুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, হজফ, সাভার

বিদ্যালয়ের অর্থায়নে হাজার হাজার শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ১৫ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন শর্ত পূরণ করে এই সব শিক্ষক পাঠদান করে যাচ্ছেন। তাদের অনেকের বয়স ৪০ থেকে ৪২ পেরিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাদের অনেকেরই অন্য কিছু করার সুযোগ নাই। তাই শিক্ষা দরদী সরকারের কাছে সর্বোতভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করার জোর দাবি জানাই।

মো. নওশের আলী
সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা

আমাদের বর্তমান সরকার হচ্ছে উন্নয়নের সরকার। সকল বিষয়েই বলা যায়, সরকারের উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। শিক্ষাখাতও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এক সময় শিক্ষকরা নানান সমস্যায় ছিল। বর্তমানে তা আর নেই। তথাপি আমরা মনে করি, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করলেই বেশি ভালো হবে।

চয়ন, কুতুবখালি, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

আমাদের মতে স্কুল সরকারিকরণ করলেই ভালো হয়। এতে করে লেখাপড়ার মান উন্নত হবে। সরকারের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকবে। ফলে সরকার ও জনগণ উভয়েই উপকৃত হবে।

মো. আতিয়ার রহমান
রায়পুরা, নরসিংদী

আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলেই ভালো হবে। যদিও কেউ কেউ জাতীয়করণ নিয়ে কথা বলছেন। আমরা মনে করি, দুটোই সুবিধাজনক।

আইরিন সুলতানা
ধুপপুল, চট্টগ্রাম

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা একান্ত দরকারি হয়ে পড়েছে। এতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

মো. খায়রুল ইসলাম (ফুল)
আরাপপুর, ঝিনাইদহ

আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়া নিয়ে প্রায়শ ধর্মঘট ও অনশনের ঘটনা ঘটে। তাই শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এমপিওভুক্তির কোনো বিকল্প নাই বলে মনে করি।

রাসেল আহমেদ, বাসাবো, ঢাকা

এমপিওভুক্তকরণের চেয়ে জাতীয়করণ করাই অধিক ভালো বোধ করি। এমপিওভুক্ত করলে সমস্যা থেকেই যাবে। কিন্তু জাতীয়করণ করলে যাবতীয় সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

শরিফুল নাহার
সিনিয়র শিক্ষিকা, আইসিএইচ স্কুল এন্ড কলেজ, মহাখালী, ঢাকা

শিক্ষকদের দাবি জাতীয়করণ। কেননা, এমপিওভুক্ত করলে স্কুল কমিটির কারণে স্কুলে যোগ্য লোকের স্থান হয় না।

এস. এম আলী আশরাফ
সাবেক প্রিন্সিপাল, গুলশান মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

আমাদের দেশে প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারা অব্যাহত রয়েছে। একটি সরকারি, অন্যটি বেসরকারি। বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি। তবে এর অনেকগুলি এমপিওভুক্ত। অর্থাৎ এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এমপিও তথা মানথলি পে অর্ডারে ব্যাসিক বেতন-ভাতা পান। সরকারি শিক্ষকের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান না। এভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ বিরাট বৈষম্যের শিকার। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি। যেহেতু সরকার অবকাঠামোসহ অধিকাংশ সুবিধা দিচ্ছে, সুতরাং আমরাও এর ব্যত্যয় চাই না।

সুলতানা জামান
মানিকনগর, ঢাকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওকরণের দাবি নিয়ে প্রায়শ নানাবিধ আন্দোলন লক্ষ করা যায়। কখনো তা যৌক্তিক পর্যায়ের আবার কখনো তা অযৌক্তিক পর্যায়ের। শিক্ষাদান প্রক্রিয়াসহ যাবতীয় সহায়ক অবকাঠামো মানসম্মত হলেই কেবল ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। উপরন্তু সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় করণ করার দাবিও একেবারে অমূলক নয়। এতে শিক্ষা বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফকরুল ইসলাম টিপু
সেনবাগ, নোয়াখালী

স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার কয়েক দশক পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সমস্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় কয়েকটি ধাপে জাতীয়করণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এতে করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান আরো উন্নত হবে বলে আমরা মনে করি।

রণী
মানিকনগর, ঢাকা

আমাদের সবারই প্রত্যাশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা হোক। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটবে।

আজাদ/মনজু
উত্তরা, ঢাকা

আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক সঙ্গে যেমন জাতীয়করণ সম্ভব নয়, তেমনি এমপিওভুক্ত করাও সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন।

আলহাজ মো. হাফিজুল ইসলাম চৌধুরী (হিফজু)
নজরুল একাডেমী, হাউজিং এস্টেট, রাজশাহী ৬২০২

আমরা নিজেদের শিক্ষিত ও সভ্য দাবি করলেও প্রকৃত পক্ষে মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছি। প্রকৃত শিক্ষার মোহে নয়, অর্থসম্পদের মোহে ধাবিত সবাই। সরকার শিক্ষাখাতে যথেষ্ট খরচ করেন। কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারে কতটুকু নজরদারি করেন? তাই এমপিওভুক্ত বা জাতীয়করণ বুঝি না, মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এক রকম কঠোর হয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর কোচিং বাণিজ্য শতভাগ বন্ধ করতে হবে।

মো. আব্দুর রাজ্জাক নাহিম
চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

মহান পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তা ছাড়া মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের দায়ভারও সরকারেরই। তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা অত্যন্ত জরুরি।

ডা. পরিতোষ কুমার সন্ন্যাসী
চান্দাইকোনা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

মাধ্যমিক স্তর জাতীয়করণ করা হোক। এতে শিক্ষার গুণগতমান উন্নত হবে।

মেহেদী হাসান
মতিঝিল কলোনী হাইস্কুল, ঢাকা

সরকারিকরণ করা হলে শিক্ষার মান বাড়বে। শিক্ষকদেরও মনে প্রশান্তি তৈরি হবে।

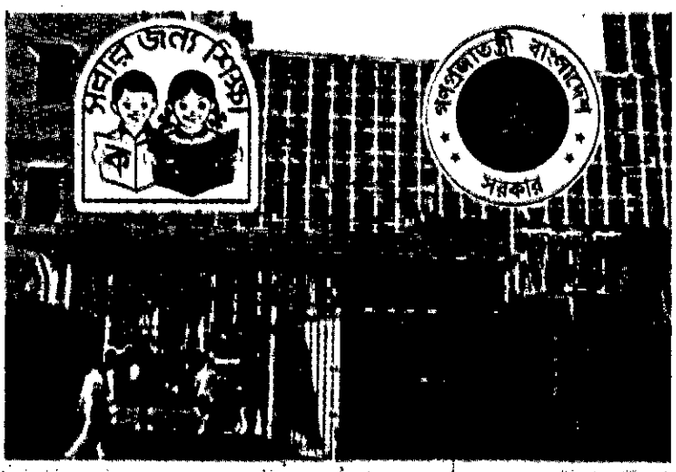

মো. নাসির উদ্দিন
মগবাজার, ঢাকা

এমপিওভুক্ত না করে সরকারের উচিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের আওতায় আনা।

মো. মুখাদ্দেস হোসাইন সোহান
পাঙ্গাসী, চাঁদতারা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগে এমপিওভুক্ত করুন, তারপর জাতীয়করণের চিন্তা করবেন।

আজহারুল ইসলাম সরকার
শিক্ষা ঐক্য, নরসিংদী

আমি জাতীয়করণের পক্ষে এই কারণে যে শিক্ষা তো একটা মৌলিক অধিকার। অনেক দিন ধরে দেখেছি শিক্ষা ব্যবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণের রাহু ভর করেছে। তাই এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করে এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ বাড়াতে হবে।

ডা. সুরেশ
নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোড, কুষ্টিয়া